প্রস্তাবনা

শ্রমিকের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা ও কাজের পরিবেশের এই বিপন্ন পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলি ভেবে দেখা দরকার—

১. চটকল, ইট ভাটা, বিড়ি শ্রমিকসহ সংগঠিত ও অসংগঠিত শ্রমিকদের মধ্যে একটি সমীক্ষা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার 'হ্যাজার্ডস ইন্ড্রাস্ট্রি' গুলির প্রতি।

২. জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যেভাবে কারখানা আইন, শ্রম আইন ভঙ্গের কারণে এবং রাজ্য সরকারের নিষ্ক্রিয়তার প্রেক্ষিতে, সরকারকে যেভাবে দায়বদ্ধ করে ক্ষতিপূরণের নির্দেশ দিয়েছে, তাকে দৃষ্টান্ত করে অন্যান্য শ্রম আইন ভঙ্গের ঘটনার ক্ষেত্রেও একইরকম দাবি জানানো যেতে পারে। তারজন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র সমীক্ষা ও তথ্যপত্র তৈরির উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

৩. ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা সাপেক্ষে কিছু প্রচারপত্রও তৈরি করা যেতে পারে।

৪. "পেশাগত অসুস্থতা ও বিপন্ন শ্রমিকঃ পশ্চিমবঙ্গ"–এই শিরোনামে গবেষণাপত্র ও প্রকাশনা হতে পারে।

৫. সমাজকর্মী, গবেষক, সক্রিয় ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী, বিভিন্ন পেশার মানুষ যেমন, ডাক্তার, বিজ্ঞানী, শিক্ষক প্রমুখদের নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করা যেতে পারে এবং তার ভিত্তিতে আমরা পরবর্তী কর্মসূচীর রূপরেখা নির্ধারণ করতে পারি।

বলাবাহুল্য, উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি একটি খসড়া রূপে সকলের মতামতের জন্য তুলে ধরা হল। এ বিষয়ে আরো সুচিন্তিত মতামত সাদরে গ্রহণ করা হবে।

যোগাযোগঃ ৯৮৩১৩১৮২৬৫ /৭৮৯০০২১৮৯০

ধন্যবাদসহ,

নাগরিকমঞ্চের পক্ষ থেকে

নব দত্ত ও প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়

বিপন্ন শ্রমজীবীর মানবাধিকারঃ জীবনের প্রয়োজনে, জীবিকার জন্য

২৫ মে, ২০০৯ তারিখটা অনেকের স্মৃতিতেই আজও টাটকা, বিশেষত সুন্দরবনের মানুষের কাছে। ভয়ঙ্কর আয়লার দাপটে সেদিন ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল বিস্তীর্ণ অঞ্চলের মানুষের জনজীবন। যার দগদগে ক্ষত আজও বহন করে চলেছে হতভাগ্য সেইসকল মানুষেরা। এরকমই এক আয়লা বিধ্বস্ত গ্রাম মিনাখাঁ। আয়লা বিধ্বস্ত এই গ্রামের নুনে ভরা মাটিতে আর চাষবাস হয় না। তাই বাধ্য হয়ে জীবন জীবিকার তাগিদে দালালের হাত ধরে গ্রামের প্রায় ২০০ জন মানুষ যোগ দেয় আসানসোলের পাথরখাদানের কাজে, যাদের বেশিরভাগেরই বয়স ২০-৩৫ বছর। কিন্তু বছর ঘুরতে না ঘুরতেই তারা মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর কিছুদিনের মধ্যেই ওরা বুঝতে পারে কাজ করার ক্ষমতা আর তাদের নেই। গায়ে জ্বর, ক্রমাগত মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে থাকে। গ্রামে ফিরে এসে ডাক্তারের কাছে তারা জানতে পারে, তারা এক ভয়ঙ্কর মারণরোগের শিকার যার নাম 'সিলিকোসিস'। আর কিছুদিনের মধ্যেই মৃত্যু ওদের গ্রাস করতে শুরু করে। অর্থহীন, নিরন্ন, অসহায় এই মানুষদের পাশে দাঁড়ায় কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন। কিন্তু মৃত্যুর মিছিল আটকাতে তারা ব্যর্থ হয়। প্রশাসন সব জেনেও নির্বিকার হয়ে থাকে, আদালতে চলতে থাকে জনস্বার্থ মামলা। আর মিনাখাঁর গ্রাম জুড়ে বয়ে চলে বিলাপের হাহাকার। সরকার দায়সারা গোছের তদন্তে জানায় সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত শ্রমিকদের কারখানারই কোনো অস্তিত্ব নেই। তাই এর দায় কোনভাবেই সরকার নেবে না। বলাবাহুল্য, শুধুমাত্র পেশাগত রোগে আক্রান্ত এই মিনাখাঁর শ্রমিকরাই নয়, সমগ্র রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত সংগঠিত, অসংগঠিত কিংবা সংগঠিত ক্ষেত্রের অসংগঠিত –সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষই আজ বিপন্ন। পেশাগত সুযোগ সুবিধা তো বটেই, এমনকি ন্যায্য আইনগত সুরক্ষার বর্ম থেকেও তারা বঞ্চিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশনও সমস্ত রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে পেশাগত রোগে আক্রান্ত শ্রমিক ও তার পরিবারের দায়ভার সরকারকেই নিতে হবে। কারণ এটা কোন দয়ার দান নয়, এটি মানবাধিকারের সাথেই যুক্ত। তাই খানিকটা বাধ্য হয়েই মিনাখাঁর আক্রান্ত আটটি শ্রমিক পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য হয় রাজ্য সরকার। যদিও তথ্য বলছে, মিনাখাঁয় পেশাগত অসুস্থতায় মৃতের সংখ্যা ২৪ জন এবং আক্রান্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১৮৯। কিন্তু প্রসঙ্গের যবনিকাপাত এখানেই নয়। আসলে মিনাখাঁর দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে তুলে দিয়ে গেছে অনেকগুলো প্রশ্ন-

প্রথমত, আপাত উন্নয়নের তলায় পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকদের বাস্তব চিত্রটা ঠিক কেমন?

দ্বিতীয়ত, শ্রম আইনের অধিকার কি কাগজে কলমেই সীমাবদ্ধ নয়?

তৃতীয়ত, ট্রেড ইউনিয়নের আন্দোলন কি কেবল আর্থিক বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে?

চতুর্থত, পেশাগত রোগের দৃষ্টান্ত কি আরো একবার ভাবতে বাধ্য করছে না যে,

শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনের পরিধিতে পরিবেশ ভাবনা কতটা জরুরি? বিশেষতঃ কারখানার অভ্যন্তরে স্বাস্থ্য সুরক্ষা বিধি মানতে বাধ্য করার জন্য শ্রমিক সংগঠনের উদ্যোগ কিছু আছে কি?

পঞ্চমত, রাজ্যের অভ্যন্তরের পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিস্থিতি যদি এইরকম হয়, তাহলে রাজ্যের বাইরে কর্মরত শ্রমিকদের দুর্দশা কী আরো ভয়াবহ?

সর্বোপরি, যে যুক্তিতে মিনাখাঁর শ্রমজীবীরা ক্ষতিপূরণ পেতে পারেন, অন্যান্য ক্ষেত্রের শ্রমজীবীরা তা পাবেন না কেন?

শ্রমজীবী ও পরিবেশ দুই'ই আজ বিপন্ন। মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট পরিবেশ বিষয়ক একটি মামলায় রায় দানের সময় উল্লেখ করে, কোনো মালিক শ্রমজীবী মানুষকে সঠিক বেতন প্রদান থেকে যেমন বিরত থাকতে পারে না, ঠিক তেমনই পরিবেশ বিষয়ক আইন কার্যকর না করে কারখানা চালাতে পারেন না। কিন্তু আমরা সকলেই জানি বাস্তব কী বলছে। তাই বর্তমান পরিস্থিতি দাবি করছে শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনে পরিবেশ ভাবনার অন্তর্ভুক্তি ও তাদের পরিবেশ চেতনার উন্মেষ। সময় এসেছে ভেবে দেখার, পথে নামার।

উপরোক্ত, পরিস্থিতির মোকাবিলায় শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সকল মানুষকে পাশে পেতে নাগরিক মঞ্চের উদ্যোগে আগামী ২৮/১১/২০১৮, বুধবার, দুপুর ২টোয় একটি বিশেষ আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত সভায় সকলকেই সাদর আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।

আলোচনাসভা

শিরোনামঃ 'বিপন্ন শ্রমজীবন, বিপন্ন মানবাধিকার'

উদ্যোক্তাঃ নাগরিক মঞ্চ

স্থানঃ AWBSRU GUEST HOUSE, ৮৫ বি, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড,

কলিকাতা-৭০০০৮৫ (রাসমেলা মাঠের বিপরীতে)

তারিখঃ ২৮/১১/২০১৮

সময়ঃ দুপুর ২ টো

যোগাযোগঃ ৯৮৩১৩১৮২৬৫ /৭৮৯০০২১৮৯০

ধন্যবাদসহ,

নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে

নব দত্ত ও প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়